তারিখ 30 JAN 2013 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সংবাদ

ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান হতে ১০ প্রভাবশালী অধ্যাপকের তদবির

● বিতর্কিত কর্মকর্তাদের পক্ষে বিসিএস সমিতি ও আমলারা

রাকিব উদ্দিন

প্রভাবশালীদের নানামুখী তদবিরের চাপে ২৫ দিনেও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে চেয়ারম্যান নিয়োগ দিতে পারেনি সরকার।

কমপক্ষে ১০ জন অধ্যাপক এই পদে বসতে সরকারদলীয় প্রভাবশালী নেতা, আমলা, শিক্ষা ব্যবসায়ী ও পেশাজীবী নেতার মাধ্যমে সরকারের উচ্চ মহলে তৎপরতা চালাচ্ছেন। এরমধ্যে সবচেয়ে বেশি তদবির হচ্ছে বিগত চারদলীয় জোট সরকারের সুবিধাভোগী ও দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তাদের পক্ষে। এমনকি শিক্ষা প্রশাসনে ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে পরিচিত একজন কর্মকর্তাও এই পদে বসতে মরিয়া, যার পক্ষে তদবির করছেন আমলারা।

জানা গেছে, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে বসতে এত তদবিরের মূল কারণ হলো ওই বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বছরে আটটি উৎসব ভাতা পায়। পাবলিক পরীক্ষা গ্রহণ, খাতা পুনঃনিরীক্ষণ, হারিয়ে যাওয়া সনদ প্রদান, স্কুল ও কলেজের অনুমোদন এবং স্বীকৃতি নবায়নসহ বিভিন্ন খাত থেকে যে আয় হয় তা বোর্ডের কর্মকর্তাদের উৎসব ভাতা হিসেবে ভাগ করে দেয়া হয়।

প্রসঙ্গত, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন বিসিএস শিক্ষা সমিতির সভাপতি প্রফেসর ফাহিমা খাতুন। তিনি গত ৬ জানুয়ারি মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালক পদে নিয়োগ পান। শিক্ষা বোর্ডে তিনি সর্বশেষ অফিস

তদবির : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

তদবির : অধ্যাপকের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করেন গত ৫ জানুয়ারি। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের পদটি শূন্য হওয়ার পরপরই ওই পদে নিয়োগের অনুমতির জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রস্তাব পাঠানো হয় ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. আয়েশা বেগমের নাম। তিনি গৃহায়ন ও গণপূর্ত সচিব ড. খোন্দকার শওকত হোসেনের সহধর্মিণী। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ধারণা, তিনি ওই পদে নিয়োগ পেলে বিসিএস সমিতির তদবির বাণিজ্য বিচক্ষণতার সঙ্গে সামলাতে সক্ষম হবেন এবং শিক্ষা বোর্ডের অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নিতে পারবেন। কিন্তু চেয়ারম্যান হিসেবে ড. আয়েশা বেগমের নামের প্রস্তাব প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পাঠানোর পরই এর বিরুদ্ধে সরব হয়ে ওঠেন বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির শীর্ষস্থানীয় নেতা ও আমলারা। তারা চাচ্ছেন তাদের অনুগত ও আশীর্বাদপুষ্ট কোন কর্মকর্তাকে ওই পদে বসাতে। তবে শিক্ষামন্ত্রী বিতর্কিত কোন ব্যক্তিকে গুরুত্বপূর্ণ ওই পদে বসাতে রাজি হচ্ছেন না বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। এই নিয়ে মন্ত্রী বনাম সচিব ও বিসিএস শিক্ষা সমিতির মধ্যে ত্রিমুখী মনস্তাত্ত্বিক বিরোধ চলছে।

সচিব ও বিসিএস সমিতির পছন্দ যারা

সূত্র জানায়, ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যানের পদে বসাতে শিক্ষা সচিব ও বিসিএস শিক্ষা সমিতির প্রথম পছন্দ হলো মাউশির পরিচালক প্রফেসর ড. সিরাজুল হক। তবে কোন কারণে তাকে নিয়োগ দেয়া সম্ভব না হলে সেক্ষেত্রে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর কৃষ্ণ গোপী দাস, শহীদ সোহরাওয়ার্দী সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর খান হাবিবুর রহমান ও সরকারি বিজ্ঞান কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর নূর জাহান বেগমকে বোর্ডের চেয়ারম্যান করতে সর্বাত্মক চেষ্টা করছেন বিসিএস সমিতির নেতা ও আমলারা। তবে এই কর্মকর্তাদের নেতিবাচক আমলনামা ইতোমধ্যেই শিক্ষামন্ত্রীর কাছে পৌঁছে গেছে। এতে দেখা গেছে, বিগত চারদলীয় জোট সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুকের আশীর্বাদে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) সদস্য হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিলেন প্রফেসর ড. সিরাজুল হক। প্রফেসর খান হাবিবুর রহমান বিগত চারদলীয় জোট সরকারের সময়ে মাউশির গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্বে ছিলেন। তবে তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অনিয়মের কোন অভিযোগ নেই। কিন্তু নিজ প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অনিয়ম ও স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগে সম্প্রতি শিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশে সরকারি বিজ্ঞান কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর নূর জাহান বেগমের বিরুদ্ধে একটি তদন্ত প্রতিবেদন করেছে মাউশি। তবে বিসিএস শিক্ষা সমিতির চাপে ওই তদন্ত প্রতিবেদন ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা চলছে। এছাড়া প্রফেসর কৃষ্ণ গোপী দাস একজন মুক্তিযোদ্ধা। তিনি বিসিএস শিক্ষা সমিতির সহ-সভাপতিও। তারা চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ পেতে সবাই নিজ নিজ অবস্থান থেকে প্রভাবশালীদের মাধ্যমে চেষ্টা-তদবির করছেন।

মন্ত্রীর পছন্দে আছেন যারা

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, কোন কারণে যদি ড. আয়েশা বেগমকে ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেয়া সম্ভব না হয়, সেক্ষেত্রে মাউশির পরিচালক প্রফেসর তাসলিমা বেগম, তিতুমীর কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর দিলারা হাফিজ, মাউশির সাবেক পরিচালক ও কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ মুক্তিযোদ্ধা প্রফেসর আবুল কাসেম মিঞা, ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ ও মাউশির সাবেক পরিচালক প্রফেসর দীপক কুমার নাগকে ওই পদে বসানোর চেষ্টা চলছে। তাদের মধ্যে প্রফেসর তাসলিমা বেগম কৃষিমন্ত্রীর নিকটাত্মীয় এবং তিনি একজন সৎ, দক্ষ ব্যবস্থাপক ও পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা হিসেবে শিক্ষা প্রশাসনে পরিচিত। প্রফেসর দিলারা হাফিজ নিজেও কবি এবং তিনি বিশিষ্ট কবি রফিক আজাদের সহধর্মিণী। বিসিএস শিক্ষা সমিতির সহ-সভাপতি এই কর্মকর্তারও শিক্ষা প্রশাসনে যথেষ্ট সুনাম আছে। সাবেক ছাত্রলীগ নেতা প্রফেসর আবুল কাসেম মিঞাও শিক্ষা প্রশাসনে একজন সৎ, নিষ্ঠাবান ও ত্যাগী কর্মকর্তা হিসেবে পরিচিত। তিনি বর্তমান সরকারের আমলে এনসিটিবির সদস্যের দায়িত্বেও ছিলেন। আর প্রফেসর দীপক কুমার নাগের একাডেমিক ক্যারিয়ার খুব ভালো বলে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ পেতে তারাও নিজ নিজ অবস্থান থেকে সরকারের ঊর্ধ্বতন মহলে চেষ্টা-তদবির করছেন বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে।